ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -১২/০৫/২০১৭ ।।

বিভিন্ন স্থানে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান

আগরতলা, ১২ মে ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয় ।

সাব্রুম ঃ মহকুমার মূল অনুষ্ঠানটি হয় সাব্রুম টাউনহলে । সেখানে বিধায়ক রীতা কর(মজুমদার), সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রুমা মজুমদার(বসাক), বিশিষ্ট কবি অশোকানন্দ রায় বর্মন, তিমির বরণ চাকমা, ড. রণজিৎ দে প্রমুখ কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান । অনুষ্ঠানে শিল্পীদের সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনের পাশাপাশি ২০ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

পানিসাগর ঃ পানিসাগর টাউনহলে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় । অনুষ্ঠানে পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীতল দাস, নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অরুন্ধুতি দাস, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্যা মীনানাথ চৌধুরী প্রমুখ কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান । এরপর আয়োজিত হয় সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান।

অমরপুর ঃ অমরপুরেও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে । এদিন মহকুমার মূল অনুষ্ঠানটি হয় স্থানীয় রবীন্দ্র সংঘের প্রাঙ্গণে । সেখানে অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন তরুণ চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট জনেরা কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এদিকে, স্থানীয় নতুনবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে আয়োজিত অমরপুর ব্লক ভিত্তিক কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান নতুনবাজার ভিলেজের চেয়ারম্যান বলাই দত্ত, সদস্য গৌতম দাস, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলীপ দাস প্রমুখ। অম্পি ব্লকেও কবি প্রণাম অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ।

শান্তিরবাজার ঃ মহকুমা ভিত্তিক রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান স্থানীয় কমিউনিটি হলে আয়োজিত হয়। সেখানে কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রতন চন্দ্র দাস, পরিষদের কাউন্সিলার রেখারাণী দাস, মহকুমা শাসক বিশ্বশ্রী বি প্রমুখ । এরপর আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

সোনামুড়া ঃ সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান স্থানীয় রবীন্দ্র চৌমুহনীতে আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন কমলা মজুমদার ও ভাইস চেয়ারপার্সন আবু তাহের, মহকুমা শাসক সুমিত লোধ প্রমুখ কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান । অপরদিকে, বক্সনগর এবং কাঁঠালিয়া ব্লকেও রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় । পরিবেশিত হয় রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্য ।

কৈলাসহর ঃ তিনদিন ব্যাপী রবীন্দ্রমেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গতকাল সমাপ্ত হয়েছে । কৈলাসহর পুর পরিষদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মনীষ সাহা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক শ্যামল দাস প্রমুখ । অনুষ্ঠানে পুর এলাকার ৫টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্য ও একাঙ্ক নাটক পরিবেশনে অংশ নেয় ।

রাজর্ষি উৎসব সমাপ্ত

উদয়পুর, ১২ মে ।। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উদয়পুর পুরাতন রাজবাড়ি ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে তিনদিন ব্যাপী রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান ও রাজর্ষি উৎসব গতকাল শেষ হয়েছে । তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম, গোমতী জিলা পরিষদ এবং রাজর্ষি উৎসব কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায় । বিশেষ অতিথি ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুব্রত দেব, ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক সুধন দেববর্মা । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দীনবন্ধু দাস ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে হিমাংশু রায় রাজর্ষি উৎসবের মধ্য দিয়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মিলিত ঐতিহ্য ও সম্প্রীতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন । স্বাগত ভাষণ দেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা টিংকু বিশ্বাস । রাজর্ষি উৎসব উপলক্ষ্যে ৫টি বিভাগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন গ্রামীণ খেলাধূলা, রাজর্ষি সম্মাননা প্রদান, পর্যটন বিষয়ক ক্যুইজ, রবীন্দ্রনাথ ও সমবায় বিষয়ক আলোচনা, স্ব-সহায়ক দলের সদস্যদের নিয়ে গ্রামীণ শিল্প বিষয়ক হাতে কলমে প্রশিক্ষণ, কবি সম্মেলন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনী মন্ডপ সজ্জায় প্রথম হয়েছে কৃষি বিভাগ, দ্বিতীয় হয়েছে বন দপ্তর এবং তৃতীয় হয়েছে ডিজাস্টার মেনেজম্যান্ট দপ্তর । অনুষ্ঠানের অতিথিগণ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন । তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা ছাড়াও রাজ্যের ও বহিঃরাজ্যের শিল্পীরা সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশন করেন ।

তুলামুড়ায় স্বাস্থ্য শিবিরের কর্মসূচি

উদয়পুর, ১২ মে ।। তুলামুড়া কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের উদ্যোগে চলতি মাসে ৪টি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে । কর্মসূচি অনুযায়ী ১৩ মে শিবির হবে দমদমা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ১৬ মে শামুকছড়া ভিলেজের জয়চন্দ্র পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ২০ মে ধুপতলী ভিলেজের জমাতিয়া পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে এবং ২৩ মে শিবির হবে তুলামুড়া ভিলেজের তৈধুম দেববর্মা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে । সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।

This document was created using SmartPDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

দেশের সঙ্কটে দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে ধর্মের নামে মানুষকে বিপথগামী করার চেষ্টা হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১১মে ।। সব ধর্মের মূল কথা হল সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই । মানুষের কল্যাণ চিন্তাই হল সব ধর্মের মূল ভাবনা । কিন্তু দেশে এখন একটি মহল ধর্মকে আশ্রয় করে, এর বিকৃতি ঘটিয়ে মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে । এতে ধর্মকেই অসম্মান করা হচ্ছে । সব অংশের মানুষকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই । কুঞ্জবন বেনুবন বিহারে বুদ্ধ জন্মজয়ন্তী উৎসবে গতকাল এক আলোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার একথা বলেন । বিশ্ব শান্তির বার্তায় সারা পৃথিবীর সাথে রাজ্যেও গতকাল গৌতম বুদ্ধের ২৫৬১তম জন্মজয়ন্তী উৎসব মর্যাদার সাথে উদযাপিত হয়েছে । এ উপলক্ষে আগরতলা বেনুবন বিহারে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আগরতলা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী হিতকামানন্দ মহারাজ, অধ্যাপক ড. নিত্যানন্দ দাস ও জ্যোতিলাল চক্রবর্তী । সভাপতিত্ব করেন বেনুবন বিহারের অধ্যক্ষ ভিক্ষু অক্ষয়ানন্দ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, মানব প্রেম, মানব কল্যানের কথা ধর্মের মূল কথা হলেও বাস্তবে তা অনেকাংশেই অধরা । বেঁচে থাকতে হলে মানুষের কিছু ন্যূনতম চাহিদা রয়েছে, সেগুলি মেটাতেই হয় । কিন্তু দেখা যাচ্ছে দেশের ৭৭ ভাগ মানুষ রয়েছে যারা দৈনিক ২০ - ৩০ টাকা রোজগার করতে পারছে না । এরা যে ধর্মের লোকই হোক, এই যদি অবস্থা হয় তবে আজকের দিনে তারা কিভাবে জীবন ধারণ করবে ? বিজ্ঞান, প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়নের যুগে মঙ্গল গ্রহে বসতি স্থাপনের বিষয়ে সম্প্রতি জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং -এর মন্তব্য উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজ্ঞানের এই যুগেও দেশে ৩৫কোটি মানুষ নিরক্ষর । যে মা - বোনদের বলা হয় অর্ধেক আকাশ, যাদের উন্নয়ন ছাড়া সমাজের উন্নয়ন অসম্ভব, তাদের ৫৫ শতাংশ রক্তাল্পতায় ভুগছে । এই মায়েদের ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদের ৫০ - ৫১ শতাংশ অপুষ্টির কারণে ওজন কম । তিনি বলেন, খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের জন্য কাজের ব্যবস্থা হওয়া চাই । অথচ দেশে ১৮ - ৩৫ বছরের ২৪ কোটির মত ছেলেমেয়ে বেকার । তারাতো এ দেশেরই কোন না কোন ধর্মের মানুষ । মানুষের এই মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের । মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের দেশকে বলা হয় জনকল্যাণকর রাষ্ট্র । কল্যাণকামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব সমস্যা সঙ্কুল সেই সমস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য করা । এটা ধর্মেরই মূল কথা । কিন্তু অভিজ্ঞতা বলছে, এই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের যে অবস্থান গ্রহণ করার কথা তা তারা করছেনা ।

মুখ্যমন্ত্রী সাম্প্রতিক কালের একটি তথ্যের উল্লেখ করে বলেন, এখন দেশের মোট সম্পদের ৫৮ ভাগের উপর সম্পদ ভোগ করছে মাত্র ১ ভাগ ধনী ব্যক্তিরা । উল্টো দিকে ৭০ ভাগ মানুষ মাত্র রাষ্ট্রের ৭ ভাগ সম্পদের মালিক । একেই বলা হয় তারতম্যহীন বৈষম্য। রাষ্ট্রের ধারক ও বাহকদের ঐচ্ছিক উদাসীনতার ফলে এই বৈষম্য তৈরী হয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন । তার থেকে মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে, মানুষ এই অবস্থা মেনে নিতে পারছে না । এই অবস্থায় ক্ষমতায় যারা টিকে থাকতে চায়, সেই সুযোগ সন্ধানীরা ধর্ম- বর্ণ সম্প্রদায়কে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন । যার বিরুদ্ধে গৌতম বুদ্ধ, যীশু খ্রীষ্ট, চৈতন্যদের, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সজাগ ছিলেন । মানুষের মূল সমস্যাগুলির সমাধান না করে সঙ্কট গ্রস্তদের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য ধর্মকে আশ্রয় করে মানুষকে বিপদগামী করার চেষ্টা করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয় । তার সাথে রাষ্ট্রের বা রাজনৈতিক দলের কোন সম্পর্ক নেই । জোর জবরদস্তি করে ধর্মান্তরিতকরণ করা যায়না । কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের ঘরওয়াপসী, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির উপর হস্তক্ষেপ করে অস্থির পরিবেশ তৈরী করার চেষ্টা হচ্ছে । এর মধ্যদিয়ে ফ্যাসিবাদের জন্ম নেয় বলেও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন । এই সমস্ত অগণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে মুখ্যমন্ত্রী সবার প্রতি আহ্বান জানান ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে হিতকামানন্দ মহারাজ বলেন, লোভ হচ্ছে আমাদের জীবনের বড় সমস্যা । একে গৌতম বুদ্ধ বলেছেন তৃষ্ণা । এই তৃষ্ণা থেকে যে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে তার জীবনে সুখ ও শান্তি গ্যারান্টি । বুদ্ধ আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন । বুদ্ধ মানবজাতিকে নীতিপরায়ণ, সংঘমী, অহিংসা, সহিষ্ণু হওয়ার জন্যও বলে গেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন । অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন দিব্যেন্দু চাকমা ।

সাব ইন্সপেক্টর অমল সরকারের মৃত্যুতে রাজ্যপালের শোক

আগরতলা, ১১ মে ।। রাজ্যের বীর জওয়ান অমল সরকারের মৃত্যুতে রাজ্যপাল তথাগত রায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন । শহীদ জওয়ানের স্ত্রীকে লেখা এক শোকবার্তায় রাজ্যপাল বলেন, আজকে প্রাপ্ত সংবাদে আমরা জেনেছি যে, আপনার স্বামী সাব ইন্সপেক্টর অমল সরকার দেশের প্রতিরক্ষার জন্য কর্মরত অবস্থায় শহীদ হয়েছেন । আপানাকে সান্তনা দেওয়ার ভাষা আমার নেই, কিন্তু একই সঙ্গে আপনার স্বামীর জন্য আমরা এবং সারা দেশ গর্বিত । আপনাকে যথাসাধ্য সমবেদনা জানিয়ে প্রার্থনা করছি ওঁর আত্মার সদগতি হোক এবং ঈশ্বর আপনাকে এই দুঃখ সহ্য করার শক্তি দিন । ওঁ শান্তি ।

এস এস বি-র সাব-ইন্সপেক্টর অমল সরকারের মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর শোক

আগরতলা, ১১ মে ।। রাজ্যের বীর সন্তান অমল সরকারের মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার শোক প্রকাশ করেছেন । এক শোক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আসামের মানস রিজার্ভ ফরেস্টে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে এস এস বি-র সাব- ইন্সপেক্টর অমল সরকার বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন । ত্রিপুরার বীর সন্তান অমল সরকারের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি । তাঁর পরিবার -পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি ।

রাজ্য ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া ১২-১৪ মে

আগরতলা, ০৮ মে ।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর রাজ্য ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে । সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১২ থেকে ১৪মে পর্যন্ত উত্তর জেলার পানিসাগরে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । এখানে ফুটবল (বালক) ও ভলিবল (বালক ও বালিকা) ইভেন্টের খেলা অনুষ্ঠিত হবে । এছাড়া ১৪ থেকে ১৫ মে পর্যন্ত গোমতী জেলার উদয়পুরে অ্যাথলেটিক্স (বালক ও বালিকা) ও দড়ি টানাটানি (পুরুষ ও মহিলা) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ১৬ থেকে ১৮ মে পর্যন্ত সিপাহীজলা জেলার বক্সনগরে খো খো (বালক ও বালিকা) ও কাবাডি (বালক ও বালিকা) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব দিলীপ চক্রবর্তী আজ এই সংবাদ জানিয়েছেন।

This document was created using SmartPDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

মহিলা পুলিশদের শপথ গ্রহণ প্যারেড অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ত্রিপুরাকে দেশের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে পুলিশকে দায়িত্ব পালন করতে হবে

আগরতলা, ১১মে ।। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, কর্মসংস্থান এগুলো এখন আমাদের জাতীয় জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা। এসব সমস্যা সমাধানে বিপন্ন মানুষ যেন ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে, সেজন্য তাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের কথা বলে নিঃস্ব বিপন্ন মানুষের একতা বিনষ্ট করার অপচেষ্টা চলছে। শপথ গ্রহণ প্যারেডে আজ যারা শপথ নিলেন, যারা আরক্ষা বাহিনীতে কাজ করছেন তাদের সবার প্রতি অনুরোধ শান্তি সম্প্রীতি সুস্থিতি সৌভ্রাতৃত্ব গণতন্ত্র রক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ত্রিপুরাকে ভারতের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ত্রিপুরা পুলিশকে এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে। আজ কে টি ডি সিং পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মহিলা পুলিশদের শপথ গ্রহণ প্যারেড অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এই আহ্বান জানান।

পুলিশ ট্রেনিং কলেজে দশ মাসের প্রশিক্ষণ শেষে ১৩২ জন মহিলা পুলিশ শপথ গ্রহণ প্যারেডে অংশ নেন। সঙ্গে ১২ জন পুরুষ পুলিশ কর্মীও শপথ গ্রহণ প্যারেডে অংশ নিয়েছেন। শুরুতে মহিলা পুলিশ কর্মীরা প্যারেডে অংশ নেন। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার অভিবাদন গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য ছয় জন মহিলা পুলিশ কর্মীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুলিশ কর্মীদের ১৩ নম্বর ব্যাচের স্মরণিকা প্রকাশ করেন।

প্রশিক্ষিত পুলিশ কর্মীদের অভিবাদন গ্রহণের পর আলোচনার শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহিলা পুলিশ এবং তাদের পরিবার পরিজনদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, আজকের দিনটি সবার কর্মজীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা সবাই নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন। তিনি আশাপ্রকাশ করেন কর্মজীবনে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সবাই তাদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটা ঘটনা মহিলারা পরিবারে- সমাজে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন না। কাজের মধ্য দিয়ে প্রমান করে দিতে হবে, দায়িত্ব পালনে আপনারা পুরুষদের চাইতে কম না। তিনি বলেন, রাজ্যে মহিলা পুলিশের সংখ্যা আরও বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে শুধু মহিলাদের দিয়ে একটি সিভিল পুলিশ ব্যাটেলিয়ান গড়ে তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিব এবং পুলিশ মহানির্দেশককে ভাবনাচিন্তা করতে বলেন। পুলিশ - টি এস আর -এ নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের খেলাধুলা, এন সি সি-কে গুরুত্ব দেওয়ার কথাও বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খেলাধুলার ক্ষেত্রে পুলিশকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। রাজ্যে বর্তমানে ৭৬ টি থানা আছে। এর মধ্যে অন্তত ৫০টি থানা এলাকায় এবছর থেকে থানার উদ্যোগে খেলাধূলার আয়োজন করতে হবে। বিশেষ করে ফুটবল, ভলিবল, এ্যাথলেটিক্স-র আয়োজন করতে হবে। তাতে ঐ এলাকার যুবক -যুবতী, কিশোর - কিশোরিদের মধ্যে উৎসাহ বাড়বে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের মেলবন্ধন বাড়বে। তাতে গ্রামে পাহাড়ে যেসব ক্রীড়া প্রতিভা আছে তাদের চিহ্নিত করতে সুবিধা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে শুধু শক্তি প্রয়োগ করলেই হবে না। শক্তি প্রয়োগ হবে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে। রাজ্য সরকার চায় পুলিশ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন আরও বাড়াতে। এবিষয়ে তিনি গুপ্রয়াসঞ্চ কর্মসূচির কথাও উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের জীবনে সমস্যা আছে। আমরা সবাই মিলেই এইসব সমস্যা সমাধান করব।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এ কে শুক্লা। বিধায়ক হরিচরণ সরকার, মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, রাজ্য পুলিশের পদস্থ আধিকারিকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষিত মহিলা পুলিশগণ যোগব্যায়াম এবং নৃত্য পরিবেশন করেন।

পণ্য ও পরিসেবা কর নিয়ে দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক কর্মশালা

শান্তিরবাজার, ১১ মে ।। পণ্য ও পরিসেবা করের বিষয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক এক দিনের এক কর্মশালা সম্প্রতি শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন আদিম জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মণীন্দ্র রিয়াং। কর্মশালায় আলোচনাকালে মন্ত্রী শ্রী রিয়াং পণ্য ও পরিসেবা কর সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সাধারণের বিভিন্ন সুবিধার কথাও উল্লেখ করেন। পণ্য ও পরিসেবা করের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব ট্যাক্স এন সি দাস। তাছাড়া এ বিষয়ে আলোচনা করেন শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রতন চন্দ্র দাস। স্বাগত ভাষণ দেন ট্যাক্স ও এক্সাইজ অর্গানাইজেশনের অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার বি কে জমাতিয়া। কর্মশালায় দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিনশতাধিক ব্যবসায়ী প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন।

অমরপুরে বৈশাখী মেলা শুরু

অমরপুর, ১১ মে ।। অমরপুরের ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলা গত ৯মে চন্ডীবাড়ী মাঠে শুরু হয়েছে। সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী ঐ দিন সন্ধ্যায় ৭ দিন ব্যাপী এই মেলার উদ্বোধন করেন। মেলার উদ্বোধন করে সাংসদ শ্রী চৌধুরী শান্তি ও সম্প্রীতি সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে মেলা এবং উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শান্তি ও সম্প্রীতি একটি দেশ এবং রাজ্যের উন্নয়নের বড় শর্ত। এই মেলাকে কেন্দ্র করে এখানে জাতি -উপজাতি সকল অংশের মানুষ সমবেত হবেন, সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে এটাই বড় কথা। তিনি উদ্যোক্তাদের এই মেলা আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক পরিমল দেবনাথ, মহকুমা শাসক অরুণ কুমার রায়, অমরপুর বি এ সি চেয়ারম্যান সর্বকিশোর জমাতিয়া, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শৌভিক দে প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রূপক কুমার আচার্য্য এবং সভাপতিত্ব করেন অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন তরুণ চক্রবর্তী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন দিপালী সেনও। মেলায় মোট ৪০০ দোকানী বিভিন্ন পসরা সাজিয়ে বসেছেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ এসেছেন মেলা উপভোগ করতে।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

বিশালগড় মহকুমায় রবীন্দ্র জয়ন্তী

বিশালগড়, ১০ মে ।। বিশালগড় মহকুমা তথ্য, সংস্কৃতি কার্যালয় এবং বিশালগড় পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে অফিস টিলাস্থিত রবীন্দ্রমূর্তির পাদদেশে এবং বোধন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী । গতকাল অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি সহ এলাকার বিশিষ্টগণ এবং ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন । অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন পূর্ণিমা চক্রবর্তী বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শুধু মাত্র সঙ্গীত, কবিতা ও সাহিত্য জগতেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন না । দেশাত্মবোধে জাগ্রত করতেও ভূমিকা নিয়েছিলেন । আমাদের নবীন প্রজন্মকে রবীন্দ্র চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতেও তিনি আহ্বান জানান ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে ভাষণ রাখেন বিশালগড় পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন পার্থপ্রতীম মজুমদার ও বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান দীপক পাল । এ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হৃদম নৃত্য একাডেমি, ছন্দশ্রী নৃত্য একাডেমী, কলাকৃত ড্যান্স একাডেমী সহ স্থানীয় অন্যান্য সংস্থা, সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীরা একক ও দলগত রবীন্দ্র নৃত্য ও সংগীত এবং আবৃত্তি পরিবেশন করেন । অন্যদিকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও বিশালগড় ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় গকুলনগরস্থিত নবোদয় সংঘের উদ্যোগে গকুলনগরেও যথাযথ উৎসাহের সাথে ১৫৬তম রবীন্দ্র জন্ম বার্ষিকী উদযাপন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সেখানে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ভাষণ রাখেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান দীপক পাল । অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হরিশনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিয়তি ভৌমিক, গকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান কাকলি ভৌমিক এবং এলাকার বিশিষ্ট জনেরা । সাংস্কৃতিক মঞ্চে স্থানীয় ২৫ জন শিল্পী রবীন্দ্র নৃত্যও সংগীত পরিবেশন করে ।

২৩মে বিধানসভার অধিবেশন

আগরতলা, ১০ মে ।। ভারতীয় সংবিধানের ১৭৪ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় আগামী ২৩শে মে, ২০১৭ইং (মঙ্গলবার) বেলা ১১ ঘটিকায় নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্সস্থিত বিধানসভা ভবনে একাদশতম ত্রিপুরা বিধানসভার চতুর্দশতম অধিবেশন (জরুরী অধিবেশন) আহ্বান করেছেন । ত্রিপুরা বিধানসভার সচিব বামদেব মজুমদার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম বার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

মানুষে মানুষে বিভাজনের কদর্য প্রয়াসের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথকে আজ বড় প্রয়োজন

আগরতলা, ০৯মে ।। মানুষে মানুষে বিভাজনের একটা কদর্য প্রয়াস আমাদের দেশে চলেছে । এর বিরুদ্ধে কথা বললেই অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে একটা সম্মিলিত শক্তি । এরকম সময়ে রবীন্দ্রনাথকে আজ বড় প্রয়োজন। যে ভাবনা চিন্তা তিনি রেখে গেছেন তার মধ্যেই তার উপস্থিতি আমরা অনুভব করব এবং সেখান থেকে শক্তি সংগ্রহ করে তার চিন্তাধারা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে । সেই শক্তি আহরণ করেই আমাদের অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করার জন্য যে পাশবিব প্রয়াস চলেছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে । আজ বিকেলে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর তিনদিনব্যাপী মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার একথা বলেন । তিনি বলেন, মানুষই পারে এখন যা চলেছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে । তার কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই । রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন শুধুমাত্র ফুল, মালা এবং তার রচিত সঙ্গীত, নৃত্যের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা হলে তার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবেনা । রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনাকে পাথেয় করে দৃঢ়তার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির মোকা বেলা করতে হবে । বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাবনা, চিন্তা, স্বপ্ন স্বাধীনতার ৭০ বছর পরও আমাদের দেশে রূপায়িত হয়নি । তার স্বপ্ন আজও অধরা রয়ে গেছে । তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বিরলতম ব্যক্তিত্ব । তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলেন এবং ফ্যাসিবাদকে ঘৃনা করতেন। আপাদমস্তক একজন দেশপ্রেমী এবং সর্বোপরী একজন শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী ছিলেন । এইসব মিলিয়েই হল রবীন্দ্রনাথ । তার রচিত লেখা, সঙ্গীত, তার যা কিছু সৃষ্টি সেগুলি বিশ্লষণ করলে সর্বত্র এই বিশ্লেষনগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে রবীন্দনাথ ঘৃণা করতেন । জালিয়ান ওয়ালাবাগের ঘটনায় তিনিই প্রথম এবং মুখোমুখি প্রতিবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বাস ছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতই পারবে ফ্যাসিষ্ট বর্বর মানসিকতার ভিত্তিতে আশ্রয় করে তৎকালীন সময়ে যে শক্তি গোটা পৃথিবীকে পদাবনত করার চেষ্টা করছে তাকে প্রতিহত করতে । সেই সময় এই যুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে কবিগুরুর প্রচন্ড আগ্রহও ছিল । তার কাছে ছিল এই যুদ্ধ জয় মানে মানবিকতার জয় । এই একটি ঘটনাই প্রমান করে বিশ্বকবি কিভাবে ফ্যাসিবাদকে ঘৃণা করতেন । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষি এবং কৃষকের উন্নয়নের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনা চিন্তায় বারবার ফুটে ওঠেছে । মানুষের প্রতি তার যে চিন্তাভাবনা তা তার সমবায়ের চিন্তাভাবনায় দারুনভাবে প্রকাশ পায় । মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সরকার বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথাগত শিক্ষায় সে অর্থে বিশ্বাসী ছিলেননা । তবে বিরোধী ছিলেন এটাও মনে করার কোন কারণ নেই। একটা স্বতন্ত্র শিক্ষার আবহাওয়া তৈরীর প্রচেষ্টা তিনি শান্তিনিকেতনের মধ্য দিয়ে গড়ার চেষ্টা করেছিলেন । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজবাদের প্রতি বিশ্বকবির একটি দুর্বীনিত আকর্ষণ তৈরী হয়েছিল । এই বিশ্বাসের মূল কথাই ছিল বিভাজন কেন হবে ? ধনী দরিদ্র্যের মধ্যে কেন ফারাক থাকবে ? কবিগুরু বারবার সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আমন্ত্রন পেয়েছিলেন । তৃতীয়বার আমন্ত্রনের পর তিনি শেষ পর্যন্ত মস্কো যান । এর আগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীরা নানা ভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন বিশ্বকবি যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে না পারেন । তিনি তার রাশিয়া চিঠিতে লিখেও গেছেন তিনি যদি সোভিয়েত ইউনিয়নে না যেতেন তবে বুঝতেই পারতেন না সেখানে কী চলছে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের জয়গান গেয়েছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত । ধর্ম সম্পর্কে তার নিজস্ব একটা অবস্থান ছিল । ধর্মের সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে ছিলেন তিনি । বিভাজনের প্রাচীর না তুলে তার মতে ছিল ধর্ম সবার । সভাপতির ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা বলেন, রাজ্য সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়েই সুস্থ সংস্কৃতি বিকশিত করার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে । তবে এক জাতি এক দেশ গড়ার নামে যে আগ্রাসী পরিমন্ডল গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে তা খুব বিপদজনক । সবাই মিলে এই বিপদকে মোকাবিলা করে পরাস্ত করতে হবে ।

সম্মানিত অতিথির ভাষণে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক বিকচ চৌধুরী বলেন, মনুষ্যত্বের উপর যেখানেই আঘাত এসেছে সেখানেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করেছেন । তিনি বলেন, এই বিপন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক বর্বরতা যখন চারদিকে হিংসার আগুন জ্বালাচ্ছে তখন মনে প্রশ্ন জাগে আমরা বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত শিক্ষা ভুলতে বসেছি ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন রাজ্য সরকারের সচিব সমরজিৎ ভৌমিক। এরপর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় । এদিকে, আজ সকালে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে রবীন্দ্র কাননের রবীন্দ্রমূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠিত হয় প্রভাতী অনুষ্ঠান । অনুষ্ঠান শুরুর আগে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা সহ বিশিষ্ট জনের । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান । এরপর আয়োজিত হয় বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে ।

This document was created using Smart PDF Converter. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com